NOV. 20 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ........
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয় আই...

# নীতিবোধে...



অতঃপর মায়াকান্না

গত ১২ নভেম্বর ২০০১ তারিখে সরকার ঢাকা, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ৩ ভিসি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসিকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। শূন্যস্থানগুলোয় নতুন ভিসি-প্রোভিসি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পদ হারানো ভিসিগণ এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং সংবাদ সম্মেলন করে দাবী করেছেন, সরকারের এ আচরণ অনৈতিক, বেআইনী এবং স্বৈর মনোভাবের পরিচায়ক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী ভিসি ড. এ কে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, তিনি এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রীট করবেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর আবদুল বায়েস ইতোমধ্যে রীট দায়ের করেছেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দেশের এ ৪টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ সালের স্বায়ত্তশাসনমূলক বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আওতায় পরিচালিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একাডেমিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে থাকে। একাডেমিক তথা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন-গবেষণার বিষয়ে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না এবং কার্যতঃ এ পর্যন্ত কোনো সরকার তেমন চেষ্টাও করেনি। আর প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসনের প্রধান দিক হল এ চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তথা ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভোটে নির্বাচিত হন। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ১০৫ বা ১০৩ সদস্য বিশিষ্ট সিনেটের সদস্যদের গোপন ভোটে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত ৩ জন প্রার্থীকে নিয়ে একটি ভিসি প্যানেল গঠিত হয়। চ্যান্সেলরকে সেই ৩ জনের প্যানেল থেকেই একজনকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দিতে হয়।

এভাবে সিনেট দ্বারা নির্বাচিত ভিসিকে অপসারণ করা বা অব্যাহতি প্রদানের কোনো বিধান ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে নেই। এ আইনের একটি ধারায় (১১/২) বলা হয়েছে, কেবল মাত্র অসুস্থতা, ছুটি বা অন্য কোনো কারণে (যেমন পদত্যাগ) ভিসি পদে শূন্যতা সৃষ্টি হলে চ্যান্সেলর সেই ...

# কৌশলগত কারণে ...

করেছে। এমনকি পরোক্ষ সমর্থনও দিয়েছে। কিন্তু মার্কিনীদের বিজয়ের সাথে সাথে তারাও কোণঠাসা হয়ে পড়বে। পারস্য উপসাগর থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা আমেরিকার দখলে চলে যাবে। ফলে এ অঞ্চলের বিপুল জ্বালানি সম্পদ থেকে চীন বঞ্চিত হবে। আমেরিকার বিজয়ে বাহ্যিকভাবে রাশিয়া খুশি হলেও চূড়ান্ত পরিণামে রাশিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ মার্কিনীরা সামরিক শক্তি নিয়ে ইতোমধ্যেই উজবেকিস্তান এবং তাজিকিস্তানের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। ভারত উপযাচক হয়ে আমেরিকাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভারতকেও আমেরিকার আজ্ঞাবহ হতে হবে। ভারত এতদিন বলত যে, ভারত মহাসাগরে কোন বিদেশী শক্তির উপস্থিতি সহ্য করা হবে না। কিন্তু আমেরিকা ভারত মহাসাগরের মধ্যাঞ্চল থেকে শুরু করে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত মার্কিনী রণতরীসমূহ অবাধে বিচরণ করছে।

তালেবানদের শূন্যস্থান পূরণ করবে কারা?

জেনারেল (অবঃ) হামিদগুল বলেন, তালেবানরা চলে যাওয়ার পর ক্ষমতার ...